পর্বঃ২০

হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে একটা গভীর গোপন কানাকানি শুরু হয়েছিল।তার প্রকাশ কিভাবে শুরু হবে যেন দু'জনেরই অজানা ছিল।সেদিন কমলাক্ষের মনে হয়েছিল একজন রিক্রুটিং তরুন অফিসারের কোয়াটার কক্ষটি যেন কবি রবি ঠাকুরের উজ্জয়িনীপুরের রাজ প্রসাদ।দু'জনে যেন ভাষা ভুলে গেছে।কেবলি যেন দু'জনের ঘন হয়ে আসছিল নিঃশ্বাস।অতঃপর পল্লবী ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছিল।আমার বুকটার ডানদিকটাতে কেমন একটু ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে,না কামনা বা কামাতুর ভাবটা একটুও না।এমনটি তো আমার চাওয়া ছিল না,কিন্তু কেন এমন হয়েছিল?

সে প্রশ্নের কোন উওর আজও কমলাক্ষ পায় নি।একটি দিনের বিধিলিপিতে পল্লবী কমলাক্ষের এত কাছে পেয়েও দু'জনে অপ্রকৃতস্থ হয়েছিল।পল্লবী তার নারীত্বকে কমলাক্ষের হৃদয়ে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এ রজনীগন্ধা কোয়াটারে এসেছে।এ এক ধরনের বেদনা তা কেবলি নারীকুল বুঝতে পারে।

রাত ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে।অনেকক্ষণ পড়ে কমলাক্ষ পল্লবীর উন্নত গ্রিবায় আলতোভাবে হাত রাখল।

...বিদেশ গিয়ে আমাকে ভুলে যেও না কমলদা?

...কখনও এমনটি ভেবো না।

...কমলদা,আমার হৃদয়-মন সকলি তোমার।কিন্তু বিয়ের আগে যা চাওয়া উচিত নয়,তা তুমি কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরে চেওনা!

...আজকে এ নির্জন কোয়াটারে পল্লবী তুমি আমাকে'কমলদা'না বলে 'কমল' বলে ডাক!আর তুমি যা চাও নি,তা আমি চাইবো কেন?এমনটি ভেবো না লক্ষ্মীটি!

...তাই!শুনে খুবই খুশী হলাম।তোমার বুকে মাথা রেখে আজকের রাতটি কাটিয়ে দিতে চাই।

...হ্যাঁ প্রিয়া!আমি সেদিনটির অপেক্ষাই করেছিলাম এতদিন।

...তাই যেন হয়।